প্রথম আলো

তারিখ 29 OCT 2016
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

দ্বার খোলার আগেই হাজির পাঠক

কাজী আলিম-উজ-জামান ●

'বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?
জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।'

মানবসেবার জন্য স্বামী বিবেকানন্দ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন রামকৃষ্ণ মিশন, ১৮৯৭ সালের ১ মে। আর ঢাকায় এই প্রতিষ্ঠানটি কাজ শুরু করে আরও প্রায় এক দশক পরে।

ঢাকায় বেসরকারি উদ্যোগে গড়ে ওঠা পুরোনো যে কয়েকটি পাঠাগার এখনো টিকে আছে, তার মধ্যে সক্রিয়তার দিক থেকে উজ্জ্বলতর রামকৃষ্ণ মিশনের পাঠাগারটি। বিভিন্ন পাঠাগারে যখন পাঠক কমছে, তখন এখানে বিপরীত চিত্র। কর্তৃপক্ষ বলছে, দিন দিন পাঠক বাড়ছে। কোনো কোনো দিন পাঠাগারের দরজা খোলার আগেই পাঠকেরা এসে দাঁড়িয়ে যান।

২৩ অক্টোবর দুপুরে নিজ দপ্তরে বসে রামকৃষ্ণ মিশনের সহকারী সম্পাদক স্বামী স্থিরাত্মানন্দ মহারাজ প্রসন্ন মুখে বললেন, পাঠক বাড়ার মূল কারণ এখানকার নিরিবিলি পরিবেশ। অনেক পাঠক একসঙ্গে বসে বই পড়েন। এখানে অনেক পুরোনো ও মূল্যবান বই আছে, যা হয়তো অন্য কোথাও নেই। বছরে প্রায় ৩৫ হাজার পাঠক এই পাঠাগারটি ব্যবহার করেন।

রামকৃষ্ণ মিশন ঢাকার গোপীবাগের রামকৃষ্ণ মিশন রোডেই। বেশ বড় ক্যাম্পাস। আর পাঠাগারটি এখানকার সংস্কৃতি ভবনের নিচতলায়। মিশনের স্কুল, ছাত্রাবাস, শিক্ষাবৃত্তি, চিকিৎসাসেবা সব ধর্মের মানুষের জন্য উন্মুক্ত।

ঢাকার রামকৃষ্ণ মিশনে এসে মুগ্ধ হয়েছিলেন কবি বুদ্ধদেব বসু। তাঁর স্মৃতিকথা 'আমার যৌবন'

বই পড়ুন
রামকৃষ্ণ মিশন পাঠাগার

রচনায় লিখেছেন, 'সেই বালক বয়সে রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীর সঙ্গেও আমার ক্ষীণ যোগাযোগ ঘটেছিলো। ...আমি যাই মাঝে-মাঝে রামকৃষ্ণ মিশনে—লাইব্রেরি থেকে বই আনাতে, অন্য কারণেও। টিকাটুলির পূর্ব প্রান্তে, শহরের বাইরে মন্দির মঠ প্রাঙ্গণ নিয়ে অতি মনোরম ও নির্জন একটি স্থান—রমনার বাইরে সারা ঢাকায় সবচেয়ে সুন্দর, আমি তখনো রমনা দেখিনি। সামনের রাস্তাটি ঘন গাছপালায় ছায়াচ্ছন্ন; ভেতরে আছে বাঁধানো দিঘি, ফুলের বাগান, হেঁটে বেড়াবার পথ অজস্র।'

ঢাকায় রামকৃষ্ণ মিশনের কার্যক্রম শুরু হয়েছিল ১৯০৮ সালে, ফরাশগঞ্জে মোহিনী মোহন দাশের ভাড়াবাড়িতে। ১৯১১ সালে মিশনে পাঠাগার স্থাপন করেন বিবেকানন্দের শিষ্য স্বামী পরমানন্দ। সেখান থেকে বর্তমান ঠিকানায় আসে ছয় বছর পরে, ১৯১৪ সালে। ছোট একটা টালির ঘরে শুরু হয়েছিল প্রতিষ্ঠানটির যাত্রা। বর্তমানে যে সংস্কৃতি ভবন, তার দ্বার উন্মোচন হয় ১৯৭৭ সালে।

পাঠাগারে ৪৭টি তাকে বইয়ের সংখ্যা কমবেশি ১৭ হাজার। কেবল সাহিত্য, ইতিহাস ও ধর্মের বই নয়, এখানে আছে সংগীত, আইন ও চিকিৎসাশাস্ত্রবিষয়ক প্রচুর মৌলিক বই। পড়ুয়া ও গবেষকদের জন্য যা চির আরাধ্য। এর বাইরে বাচ্চাদের গল্প, কৌতুক, চিত্রাঙ্কন বিষয়ে বই তো আছেই। বাংলা, ইংরেজির পাশাপাশি হিন্দি ভাষারও কিছু বই এখানে আছে।

গ্রন্থাগারিক বেদময়ানন্দ মহারাজ জানালেন, 'পাকিস্তানের সিন্ধু প্রদেশের বাসিন্দা প্রকৌশলী বি বি ভুপৎকার ১৯৫৬ সালে লাইব্রেরি ও ছাত্রাবাস করার জন্য ৭০ হাজার টাকা দান করেছিলেন। ভারতীয় হাইকমিশন থেকেও মাঝেমধ্যে কিছু বই দেওয়া হয়। বিভিন্ন প্রকাশনা সংস্থাও ফি বছর তাদের নতুন বই পাঠিয়ে থাকে। আমরাও কিছু কিছু করে কেনার চেষ্টা করি। এ কারণে আমাদের সংগ্রহশালাটি বৈচিত্র্যপূর্ণ।'

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় লুট হয়ে যায় মিশন পাঠাগার। পরে অবশ্য কিছু বই ফেরতও পাওয়া যায়। পাঠাগারে চেয়ার-টেবিল ১১০টি। অর্থাৎ ১১০ জন পাঠক একসঙ্গে পড়তে পারেন। পাঠক বেশি হলে এখানে দাঁড়িয়ে পড়ারও ব্যবস্থা আছে। তবে বই বাসায় নেওয়া যায় না। এখানেই পড়তে হয়।

এখানকার নিয়মিত পাঠকদের একজন তাপস সেন, যিনি গোপীবাগ এলাকাতেই থাকেন। সাহিত্য, ধর্ম, দর্শনসহ বিভিন্ন বিষয়ে বই পড়েন। বছর পঞ্চাশের তাপস বললেন, এখানে অখণ্ড মনোযোগসহকারে বই পড়া যায়। কোনো ঝামেলা নেই। পানি পানেরও ব্যবস্থা আছে।

শীতকালে প্রতিদিন সাড়ে তিনটা থেকে সাতটা এবং গরমকালে চারটা থেকে সাড়ে সাতটা পর্যন্ত খোলা থাকে পাঠাগার। সাপ্তাহিক ছুটি রোববার। পাঠক বেশি বলে চালু রাখা হয় শুক্রবারও।

পাঠাগার ব্যবস্থাপনা নিয়ে বললেন বেদময়ানন্দ মহারাজ। পুরোনো বই নিয়মিত বাঁধাই করা, মাঝেমধ্যে ওষুধ ছিটানো, সাফসুতরো রাখার কাজটি করেন চারজন কর্মী। পাঠকেরা পছন্দমতো তাক থেকে বই নিয়ে পড়তে পারেন। পড়ার পরে বই টেবিলে রাখতে হয়। এখানকার কর্মীরাই তাকে সাজিয়ে রাখেন। পাঠকের জন্য সব সময় প্রস্তুত হয়ে থাকে পাঠাগারটি।

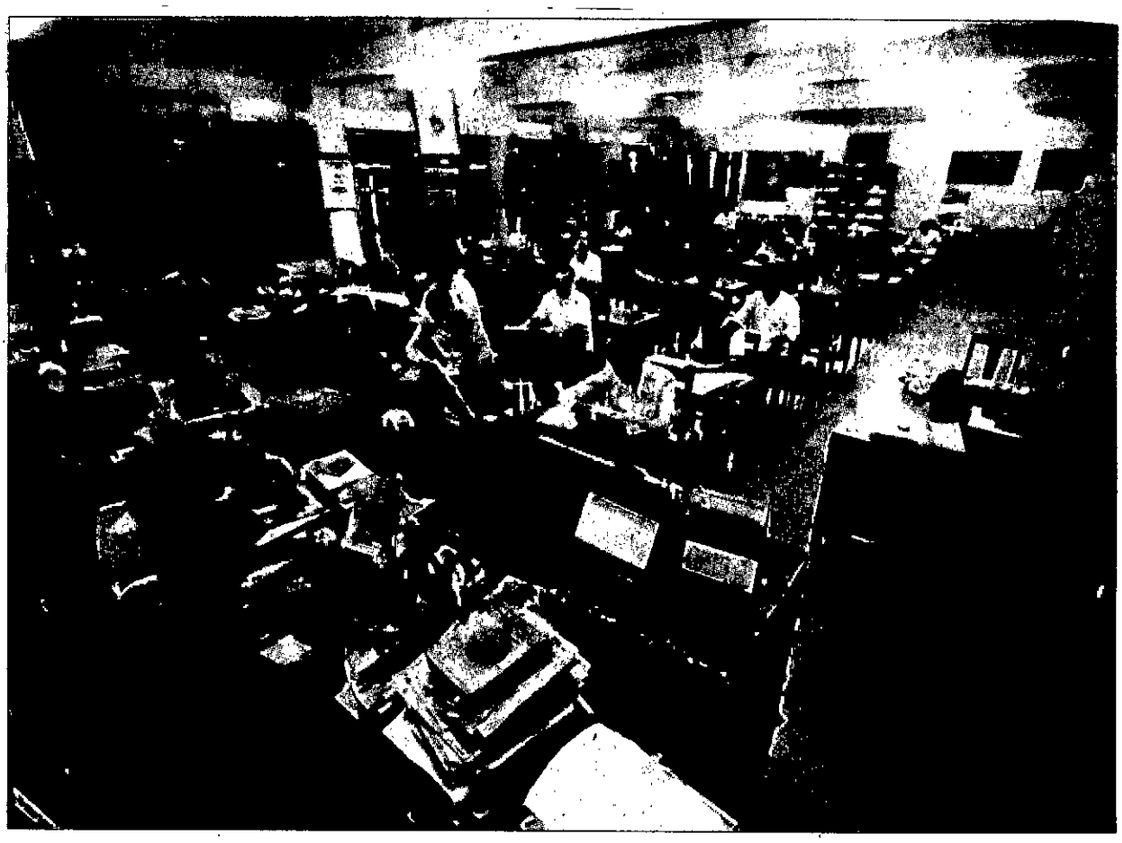

। ঢাকার রামকৃষ্ণ মিশন পাঠাগারের সুবিশাল পাঠকক্ষে বইপত্র পড়ছেন পাঠকেরা। গত মঙ্গলবার ছবিটি তোলা ● প্রথম আলো